



12187 - ক্বরীন হজ্জ আদায়কারীর জন্য তার নয়িতকে ইফরাদ হজ্জে পরবির্তন করা কী জায়যে?

প্রশ্ন

যে ব্যক্তি মীকাত অতকিরম করার পর তার সদিধান্তকে পরবির্তন করে ইফরাদ হজ্জে তালবয়্যা পড়ছেন তার হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায (রহঃ) এমন এক প্রশ্নের জবাব দেন। প্রশ্নটি হলো: যে ব্যক্তি তামাত্তু হজ্জে নয়িত করছেন এবং মীকাতের পর নিজের সদিধান্ত পরবির্তন করে ইফরাদ হজ্জে তালবয়্যা দিচ্ছেন তার উপরে কী হাদিওয়াজবি?

তিনি বলেন: অবস্থাভেদে এর হুকুম ভিন্ন হবে। যদি মীকাত পৌঁছার আগে নয়িত করতে থাকে যে, তামাত্তু হজ্জ করবে এবং মীকাত পৌঁছার পর নয়িত পরবির্তন করে কেবল হজ্জে ইহরাম বাঁধে তাহলে এতে কোন অসুবিধা নাই এবং তার উপর কোন ফদিয়া (পশু জবাই) নাই। আর যদি মীকাত থেকে কথিবা মীকাতের আগে থেকে হজ্জ ও উমরা উভয়টির জন্য তালবয়্যা পড়ে ফলে এপর সটোক শূধু হজ্জে পরবির্তন করতে চান তাহলে তিনি সটো করতে পারবেন না। কিন্তু সটোক উমরাত পরবির্তন করতে কোন বাধা নাই। তবে হজ্জে পরবির্তন করা যাবে না। ক্বরীন হজ্জকে শূধু হজ্জে পরবির্তন করা যায় না। কিন্তু উমরাত পরবির্তন করা যায়। কেননা সটো মুমনির জন্য অধিক সহায়ক। এবং যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীবর্গকে এই নরিদশেই দিয়েছিলেন। অতএব, মীকাত থেকে উভয়টির জন্য ইহরাম বঁধে পরবর্তীতে যদি শূধু হজ্জ করতে চায় তাহলে সটো করতে পারবেন না। কিন্তু তিনি এটাকে উমরাত পরবির্তন করতে পারেন। এবং এটা করা তার জন্য উত্তম। এক্ষেত্রে তিনি তাওয়াফ, সাঈ এবং মাথার চুল ছাটাই করবেন। এরপর হজ্জে তালবয়্যা পড়বেন। এভাবে তিনি তামাত্তু হজ্জকারীতে রূপান্তরিত হবেন। [সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।